FEB 26 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

রা. বি চারুকলা বিভাগ ধ্বংস ও সংলগ্ন মেহেরচণ্ডীতে সন্ত্রাস শিবিরের চক্রান্ত

তদন্ত কমিটি এখনো রিপোর্ট দেয়নি, ৯ দিন পর কর্তৃপক্ষের বোধোদয়

সাইদুর রহমান, রাজশাহী থেকে : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় সন্ত্রাসী ঘটনা ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণ অনুসন্ধানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গঠিত তদন্ত কমিটি এখনো তাদের রিপোর্ট দেয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ৯ দিন পর ঘটনা সম্পর্কে তাদের আগের বক্তব্য থেকে সরে এসে জানিয়েছে, স্বাধীনতাবিরোধী একটি মৌলবাদী সন্ত্রাসী চক্র ঐ দিনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় রেলওয়ে স্টেশন বাজারের সকল দোকানপাট ও ক্যাম্পাস সংলগ্ন মেহেরচণ্ডী গ্রামের অসংখ্য বাড়িঘর লুণ্ঠিত ও অগ্নিসংযোগে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। এছাড়া সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করে দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ১৬ ফেব্রুয়ারির ভাষ্য নিয়ে সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় কিছু মন্তব্য প্রকাশিত হলে কর্তৃপক্ষ তার নতুন বক্তব্যে জানায়, ঐ দিন যেভাবে গান পাউডার দিয়ে দোকানপাট ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যেভাবে চারুকলা বিভাগ ধ্বংস করা হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে, মৌলবাদী চক্র অত্যন্ত সুকৌশলে পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ঘটনা ঘটিয়েছে। বর্তমান প্রশাসনের আমলে গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যে সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করছিল তা বিনষ্ট করা, বর্তমান প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা এবং ক্যাম্পাস সংলগ্ন গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর হীন উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত স্বাধীনতাবিরোধী, মৌলবাদী সন্ত্রাসী চক্র ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। দেশের রাজনীতিতে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির অংশ হিসেবেও স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী চক্র উক্ত ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে বলে কর্তৃপক্ষ মনে করেন।

ঘটনাস্থলে সরজমিন ঘুরে প্রত্যক্ষদর্শী, এলাকাবাসী ও ছাত্র-শিক্ষকদের কাছ থেকেও যে বক্তব্য পাওয়া গেছে তাতে ঘটনার পেছনে মৌলবাদী জামাতের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির জড়িত।

মেহেরচণ্ডী এলাকার মেসে বসবাসরত ইতিহাস শেষ বর্ষের ছাত্র হাসিব জানিয়েছে, ১৬ ফেব্রুয়ারি আমরা মেহেরচণ্ডীর একটি মেসে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে একটানা বিকাল ৪টা পর্যন্ত একরকম অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। মাঝে মাঝেই মেহেরচণ্ডী এলাকার লোকজন এসে বলেছে, আপনাদের কিছু করবো না; শিবিরের ছেলে থাকলে বের করে দেন। অর্থাৎ আমরা বিকাল ৪টা পর্যন্ত জানি যে, শিবিরের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষ। কিন্তু ৪টার পর আমাদের যখন উদ্ধার করে আনা হলো রা.বি স্টেশনে, তখন জানতে পারি সাধারণ ছাত্ররাও এ ঘটনার সঙ্গে মিশে গেছে।

একই ধরনের বিবরণ দিলেন ছাত্র শফিক, সুজন, রহমত, এলাকাবাসী সাইদুর, বক্কর, আক্কাস, বাবলু প্রমুখ। পরিদর্শন শেষে জানালেন, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, সহসভাপতি মাসুদুল হক ভুলু ও বাম নেতা ফজলে হোসেন বাদশা প্রমুখ। একই মতামত দিলেন রা.বি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মিজান উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর সামাদী।

দেশব্যাপী মোল্লাবাদের বিরুদ্ধে সরকার এবং সুশীল সমাজ যখন কঠোর অবস্থান নিয়েছে ঠিক সেই সময় রাজশাহী বিশ্ববদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের সাধারণ সহজ-সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের পক্ষে নেওয়ার অংশ হিসেবে ১৬ ফেব্রুয়ারি মেহেরচণ্ডী এলাকার মসজিদগুলোকে টার্গেট করে। ইমাম সাহেবের খুতবার সময় তারা মোল্লাবাদের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করে বক্তব্য রাখতে গেলে প্রথমে তারা মেহেরচণ্ডী গোরস্থান সংলগ্ন মসজিদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। একইভাবে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয় রা.বি স্টেশন মসজিদে। ক্ষুব্ধ হয়ে শিবির কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে চলে আসে। ভিতরে এসে শিবির নেতাকর্মীরা হাতে পেয়ে যায় দুটি পৃথক পৃথক ঠুনকো ঘটনা; দাড়ি কাটা ও খাবার দোকানের বচসা। এই দুটি ঘটনায় তারা উস্কানি দিয়ে ব্যাপক গুজব ছড়িয়ে দেয়— বেশ কজন ছাত্রকে মেসের মধ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। গুজবটি কাজে লাগে। কোনো কোনো ছাত্রকে ঢিল মেরে নামিয়ে সংঘর্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সাধারণ ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়ে স্টেশন এলাকায়। সাধারণ ছাত্রদের শক্তিকে কৌশলে ব্যবহার করে স্টেশন বাজার ও মেহেরচণ্ডী এলাকায় শিবির নেতাকর্মীরা বেছে বেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সমর্থকদের বাড়িঘর, দোকানপাট পুড়িয়ে দেয়।